দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 JUL 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিবিরের দৌরাত্ম্য কি চলবেই?

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা পন্ড করে দিয়েছে। এর আগে গত ৪ঠা জুলাই এই সভাটি ডাকা হয়েছিল। ছাত্র শিবিরের বাধার মুখে সে সভাটিও মুলতবি হয়ে যায়। সিন্ডিকেট সভা পন্ড করে দেয়ার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকও ভূমিকা রেখেছেন বলে খবর বেরিয়েছে।

সিন্ডিকেট সভায় নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাসে সীট বন্টনের নতুন নিয়ম চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে জেনেই ছাত্র শিবির বিক্ষুব্ধ হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে শিবিরের দাপটের কথা কারও অজানা নয়। ক্যাম্পাসে তাদের প্রতাপ কম হলেও অধিকাংশ ছাত্রাবাসই তাদের দখলে। ছাত্রাবাসগুলোতে সীট বন্টনের ক্ষমতা মূলত তাদেরই হাতে। নতুন ভর্তি ইওয়া ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান একটা সীট পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে তারা এদেরকে সংগঠনের সাচ্চা কর্মী বানিয়ে তোলে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের 'ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি'র এটাই মূল কথা।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এ নৈরাজ্য দূর করে সীট বন্টনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব ও সুশাসন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা তা হতে দেয়নি। গত মঙ্গলবার দুপুর বেলা সিন্ডিকেট সভা শুরু হলে শিবিরের শতাধিক 'ক্যাডার' গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। তারা উপাচার্যের অফিস কক্ষে ভাঙচুর চালায়। পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয় পুরনো স্টাইলে। শিক্ষকদের জন্য আনা প্যাকেট লাঞ্চ কেড়ে নেয়। দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষক এসময় শিবির কর্মীদের সঙ্গে থেকে তাদের মদদ দেন। খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট থানা থেকে পুলিশ এলেও তারা ঘটনাস্থলে এসে অবস্থান নেয়া ছাড়া আর কোন তৎপরতা দেখায়নি।

নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দল নির্বিশেষে সকল ধরনের সন্ত্রাসীদের দমনে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমরা জানি। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে আশাবাদেরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সভা পন্ড করার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমনে উপস্থিত পুলিশের ভূমিকা মানুষকে অবাক করেছে।

কিছুদিন আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল দখলের চেষ্টা চালায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত শিবির কর্মীরা। ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় তাদের। পুলিশও এসে তাদের হটানোর জন্য তৎপর হয়। বেশ ক'জন শিবির কর্মীকে আটক করা হয়। সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামে পালালে পুলিশ সেখানে গিয়েও অভিযান চালায়। শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগরে পুলিশের ভূমিকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ভূমিকার কোন মিল পাওয়া যায় না। কেন, এ প্রশ্নের উত্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেই খুঁজে দেখতে হবে।

দেশের শিক্ষাঙ্গনের অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্য জামাতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভূমিকা যে অনেকখানি দায়ী, এ নিয়ে কেউ বোধকরি দ্বিমত করবেন না। দেশের বড় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তাদের দাপট বহুদিন থেকে। শিবিরের 'ক্যাডার'রা গত ক'বছরে ঐ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু শিক্ষাঙ্গনে অনেকগুলো ভয়াবহ রক্তারক্তির ঘটনা ঘটিয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতেও শিবিরের ঘাঁটি গড়ে উঠেছে। এসব ঘাঁটি ভেঙে দেয়ার দাবি উঠেছে বহুবার। সরকার ও প্রশাসন কখনোই কোন উদ্যোগ নেননি। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের আমলে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নানাভাবে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। পরবর্তীতে বিএনপি শাসনামলের শেষ দু'বছরে সরকারি ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সঙ্গেও তাদের বেশ ক'টি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পুলিশ বিভ্রান্তিকর ভূমিকা পালন করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা পরপর দু'বার পন্ড করা হলো নবগঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। এই সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সরকার বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এ সরকারের শাসনামলে মৌলবাদী ইসলামী ছাত্র শিবির কোন রাজনৈতিক প্রশ্রয় পাবে না বলেই সকলে বিশ্বাস করে। আমরা এটা বিশ্বাস করতে চাই যে, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পূর্বশর্ত হিসেবেই সকল ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের দমন করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনা জরুরি। সন্ত্রাসীদের পক্ষে একশ্রেণীর শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়।